কবে বাঙালি নেতা ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন?

সোনা কান্তি বড়ুয়া

আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ ঘরে বাইরে সাত পাকে বাঁধা। হাঁসুলি বাঁকের রুপ কথার মতো আজ বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাঙালি শহীদদের আত্মায় রিক্তের বেদন কেন? ক্ষুদিরাম ঘোষ, মাষ্টার দা সূর্যসেন, কল্পনা দত্ত, প্রীতি লতা ওয়েদ্দার, দীনেশ,বাদল- বিনয় সহ অনেক শহীদের জীবনের বিনিময়ে বাঙালি ৬০ বছরে ও ভারতের রাষ্ট্রপতি পদ অলংকৃত করতে না পারার ব্যাথায় আমরা আশাহত। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ বিজয়ের পর অতীশ দীপংকরের বজ্রযোগিনীর ভিটায় তাঁর বাপ দাদার বাতি কা'রা নিভিয়ে দিল? বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বশান্তির দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে গিয়ে দেশমাতৃকার বদন খানি মলিন হয়ে গেল। গণতান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত 'জাতিভেদ প্রথা পন্থী' ব্রাক্ষণদের হিন্দুধর্ম। কথাশিল্পী শওকত আলীর বর্ণনায় লক্ষন সেনের মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র জাতীয় বিশ্বাসঘাতক হয়ে 'শেখ শুভোদয়া' রচনা করেন এবং বিদেশী পীরের সাথে ষড়যন্ত্র করে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করেন। বিগত ৭৪৩ বছরে (১২০৪ থেকে ১৯৪৭) লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ বাংলাদেশে মুসলমান হয়ে নিজেদের পরিচয় ভুলে গেলেন কি?

ঐতিহাসিক পরিচয় ভুলে যাওয়া অত সহজ নহে এবং এর উজ্বল দৃষ্ঠান্ত বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষা রক্ষার জন্যে বাঙালির জীবন দান অব্যাহত রয়ে গেল। কৌটিল্য বা ব্রাক্ষণ্যবাদী রাজনীতির কারনে বিগত ষাট বছরে (১৯৪৭ - ২০০৭) কোন বাঙালি নেতা ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে পারেননি। বৌদ্ধদেরকে মুসলমান বানিয়ে ব্রাক্ষণদের খুব লাভ হয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ রাজনীতির মাফিয়া চক্রে গৌতমবুদ্ধকে হিন্দুর নবম অবতার বানিয়ে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব আর ভারতে অবশিষ্ঠ নেই। চাণক্যের কৌটিল্য রাজনীতির (সম্রাট অশোকের ঠাকুর দা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মহামন্ত্রী) পলিটিক্যাল হিন্দু ধর্মের মজ্জাগত ব্রাক্ষণ্যবাদের মূল ধ্বংস করতে সম্রাট অশোক গৌতমবুদ্ধের বিশ্বমানবতাবাদ "অহিংসা পরম ধর্ম" ভারতের ঘরে বাইরে ঘোষণা করেন। সম্রাট অশোক সংস্কৃত ভাষা বাদ দিয়ে ব্রাম্মীভাষায় (৩৮ টা ভাষার জনক) নিজের (অশোকের) শিলালিপিতে রাষ্ট্রের আইন ও সর্বজনীন আদর্শ ঘোষণা করেন।

বখতিয়ারের সৈন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ৫টা বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় ও মহা বিহার পুড়িয়ে ছাই করিয়ে দিল। জালিম যবানার কথা দরদ দিয়ে লিখেছেন খাজা নিযাম উদ্দিন আওলিয়া ও আমির খসরু। বাংলাদেশকে নিয়ে কত রক্ত ঝরে। অতীশ দীপঙ্করের ধর্ম, সাহিত্য ও পরিবেশ নিয়ে রাতারাতি বখতিয়ার খিলজী কি করলেন ইহার রক্তাক্ত বিবরন শওকত আলীর লেখা "প্রদোষে প্রাকৃতজন" শীর্ষক জনপ্রিয় গ্রন্থে বিরাজমান। ব্রাক্ষণ শাসকদের বৌদ্ধ হত্যাযজ্ঞ নির্মম এবং আজ ও পর্যন্ত ব্রাক্ষণ্য রাজনীতির মাফিয়া চক্রে

বিশ্ববৌদ্ধদের পবিত্রতম তীর্থস্থান "বুদ্ধগয়া মহাবোধি বিহার" কে দখল করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির কারণে বুদ্ধপূর্ণিমা বাংলাদেশে সরকারী ছুটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধপূর্ণিমার কোন সরকারী ছুটি নেই। এইভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করে চলেছে।

মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে গেল, আজ ও পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বাঙালি জনতা ছেচল্লিশ - সাতচল্লিশের হিন্দু - মুসলমান সাম্প্রদায়িক নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে কেঁদে ভগবান বা আল্লাহর দরবারে সিজদানত হয়ে ফরিয়াদ করে, আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠায় বাঙালি জনতা শুধু একবার ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী পদে বাঙালি নেতা কামনা করেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়দাশ মুন্সি পশ্চিমবঙ্গকে "বঙ্গদেশ, বঙ্গভুমি বা বঙ্গমা" (আনন্দ বাজার, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০০৮) নামকরণ করার কথা ঘোষনা করেছেন। বাংলাদেশের একুশের আলোকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনগনমন জেগে ওঠেছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় প্রকল্প গুলোকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তাই সর্বভারতীয় উন্নয়ন ক্রমিক সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৮ (দৈনিক বর্তমান, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২৬, ২০০৮)। হিংসায় উন্মত্ত নন্দীগ্রাম: "কর ত্রাণ মহা প্রাণ / আনো অমৃত বাণী। করুনাঘণ ধরণীতল করহ কলংক শূন্য।"

সর্বভারতীয রাজনীতির বাজারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শোচনীয়। ভোটের নামে যে বিপর্যয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে, তা শেষ না হলে গণতন্ত্রের মূল্যবোধের পুরস্কার কখনোই পৌঁছাবে না জনসাধারণের কাছে। রাজনৈতিক দল এবং প্রক্রিয়ার উপর আস্থা চলে যাবে। যুগের এই নতুন চাহিদা । তাল মেলাবার দায় সাধারণ ধারক এবং বাহকদের। দিল্লীর সিংহাসনে সকল ভারতীয় নাগরিকগণের সমান অধিকারের সমালোচনার অধিকার সভ্যতার অঙ্গ। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন নেহেরুর মেয়ে ও নাতি। অথচ বাংলাদেশের সামরিক শাসকগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে দশবছর নয় পাঁচ বছর নয় তিন বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নাম নিশানা সব মুছে দিয়ে গেল। এ দুঃখ ও অপমানে রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, "রেখেছ বাঙালি করে, / মানুষ করনি।" বাঙালির দু ঃখের পূজা কবে শেষ হবে? অহিংসা পরম কর্ম ব্রতে বাঙালির সাধনা ও দুরূহ কাজে নিজেকে যখন আমরা কঠিন পরিচয় দিতে পারবো তখনই ভারতের রাষ্ট্রপতি আসনে বাঙালি নেতার আবির্ভাব হবে।

মহিমান্বিত ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু দিল্লীর লালকেল্লার রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বিগত ৬০ বছর (১৯৪৭ - ২০০৭) যাবত জওহরলাল নেহেরু পরিবারের উপর ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষমতা শাস্ত্রের নাজিল শুরু হয়েছিল তা আজ ও প্রবহমান। ভারতের কি বিচিত্র গণতন্ত্র? ভারতীয় বাঙালিদের ভাবমূর্তি যা ছিল সর্বভারতীয় রাজনীতির পাশা খেলায় সব হারিয়ে গেল। ভারতীয় বাঙালি নেতা গণ দিল্লীর রাজনৈতিক নবরত্ন সভায় বাঙালি লেখক ও কবির রচিত 'বন্দে মাতরম ' ও "জন গণ মন অধিনায়ক"

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করার পর ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে লাভ কি? ষাট বছরের পর শতবর্ষ পর্যন্ত বাঙালি নেতাগণ ভারতীয় রাজনীতির চিনির বলদ হয়ে চিনি টানায় সার ।

বিহার, আসাম, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, তামিলনাদু, হরিয়ানা ও কেরলের নেতাগণ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবার পর ও দিল্লীর সিংহাসনে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে বাঙালির প্রবেশ নিষেধ কেন? বাঙালির অন্যতম সারস্বত তীর্থভূমি শান্তিনিকেতনের মনোগ্রামে বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে হিন্দী বর্ণমালা বিরাজমান ।

অদৃষ্ঠের বিড়ম্বনায় অনেক বাঙালি প্রতিভা দু:খের দহনে করুন রোদনে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে । অথচ মুম্বাই ও দিল্লীতে বিশ্বমানের রেলষ্ঠেশন প্রতিষ্ঠা ঘোষণায় (বর্তমান, ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০৮) হাওড়ার নাম পর্যন্ত নেই । গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে ভারতে ও জাতীয় নির্বাচন কি জাগ্রত দ্বারে? নন্দীগ্রামের জনতা সি পি এমের পান্ডাদের হাতে গণতন্ত্রের জন্য জীবন দান করে কেন? ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতার চোখ বেঁধে না দিয়ে মিয়ানমারের অপাপবিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষুগণের কত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে উক্ত দেশের জনতার অশ্রুজলে । কবির ভাষায়, ”বিধির বিধান কাটবে তুমি / তুমি কি এমনি শক্তিমান?”

ভারত সফরে জেনারেল মইন উ আহমদ নানা কাজে ব্যস্থ আছেন । অথচ ঢাকার জেল থেকে রাজনীতির উড়োচিঠি (লিপল্যাটস) বের হয়েছে । বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের সংশয় (দৈনিক যায় য়ায়দিন, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ও আমাদের সময়, ১০ অক্টোবর, ২০০৭) সংবাদে চলমান রাজনৈতিক অন্ধকারে ধন্য আশা কুহীকিনি না হলে জামাতের গণ হত্যার বিচারের কথা সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ. আহমদ তাঁর ৭ দফা দুর্নীতি নিরোধগামিনি প্রতিপদা সূত্র বিশ্লেষণ করা কালে মনে না থাকার কারন কি, তাহা দেশের মানুষ অক্টোবরের ভোটের আগে জানতে চায় । রাজাকারের দুর্নীতি, নর হত্যা, নারী হত্যা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের বিচার আজ করা আজ ও সম্পন্ন হয়নি । তাই আমাদের প্রশ্ন, আজকের তত্ত্ববধায়ক সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী রাজাকার মতিউর রহমান নিজামী সহ ৭১’ যুদ্ধাপরাধীদেরকে গ্রেফতার করবেন কবে? দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ আরো অনেক মন্ত্রী, ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসীকে জেলখানায় আটক করা হয়েছে । প্রধান উপদেষ্ঠা ড: ফখরুদ্দীন আহমদ দুর্নীতিবধের যথাযোগ্য কারন ব্যাখ্যা করেছেন জামায়াতের আমৃত্যু সর্বগ্রাসী হত্যাযজ্ঞ বাদ দিয়ে । দুইজন সামরিক শাসক জে: জিয়া এবং জে: এরশাদ দেশের সংবিধান ধ্বংস করে বি এন পি ও জাতীয় দল স্থাপন করে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তান মার্কা আয়ুব খানের রাজনীতি প্রবর্তন করেন । নৈতিক চরিত্র সহ সদাচার না থাকলে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশ করবেই ।

প্রমানিত হলো দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং এর শেকড় খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত । উপমহাদেশে রাজনীতির দুর্নীতিবাজরা মনে করেন যুগে যুগে অর্থ, পেশী, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে তো এভাবে সত্য পালটায় । এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ.

আহমেদ সহ সশস্ত্র বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে জামাতের একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের দুর্নীতি দূর করে ভোটের দিন কবে শুরু করবেন?

(লেখক এস বড়ুয়া প্রবাসী রাজনৈতিক ভাষ্যকার, বিবিধ গ্রন্থ প্রনেতা এবং খ্যাতনামা ইন্টারন্যাশন্যাল মেডিটেশন মাষ্টার ।)

লেখক এস বড়ুয়া আন্তর্জাতিক লেখক ও বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ।